সমকাল

তারিখ 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবি অযৌক্তিক

রাবি শিক্ষকদের অভিমত

■ রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবি অযৌক্তিক বলেই মনে করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকরা। তারা মনে করেন, ছয় বছর আগে চালু হওয়া কোনো সিদ্ধান্ত এ মুহূর্তে বাতিল করা হলে পাঠগ্রহণরত শিক্ষার্থীরা তাতে বিপাকে পড়বেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাতটি বিভাগে সান্ধ্য কোর্স চালু করে। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন। ১৬ জানুয়ারি থেকে সান্ধ্য কোর্সবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আন্দোলনের পরিসর। আন্দোলনের কারণে ৩১ জানুয়ারি থেকে স্থবির হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্ধিত ফি কার্যকর স্থগিত করে। তবে শিক্ষার্থীরা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে তা চূড়ান্তভাবে বাতিল ও সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবি জানান। এ দাবিতে পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন চালালে পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন তারা। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্ধিত ফি বাতিল করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ২০০৭ সাল থেকে সান্ধ্য কোর্স শুরু হয়। ২০১০ সালে আইন অনুষদ

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবি অযৌক্তিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সান্ধ্য কোর্স চালু করে। ২০১০ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ এ কোর্সটি চালুর উদ্যোগ নিলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন। তৎকালীন প্রশাসন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এ কোর্সটি চালু করা থেকে বিরত থাকে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবারও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাতটি বিভাগে সান্ধ্য কোর্স চালু করে। বিভাগগুলো হলো অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লোকপ্রশাসন, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট।

কোর্স চালু রাখার পক্ষে বেশিরভাগ শিক্ষক : সান্ধ্য কোর্স বন্ধের দাবিকে পুরোপুরি অযৌক্তিক দাবি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বেশিরভাগ শিক্ষক। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক তানভীর আহমদ বলেন, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর ক্লাস সাধারণত দুপুরের আগেই শেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি বিকেল বা সন্ধ্যাবেলা শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স করার সুযোগ দেওয়া যায়, তা হলে প্রকারান্তরে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে দক্ষ ও শিক্ষিত মানবসম্পদে পরিণত করার সুযোগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি করতে পারে।' ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক জয়ন্তী রানী বণিক বলেন, 'সীমিত আসনসংখ্যার কারণে রাজশাহীসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিভাগ থেকে পর্যাপ্তসংখ্যক মানবসম্পদ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মাস্টার্স বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি না থাকায় সারাদেশের লাইব্রেরিগুলোতে প্রচুর সংখ্যায় লাইব্রেরিয়ানের পদ খালি থাকে। এমনকি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মাস্টার্স ডিগ্রি না থাকায় কর্মরত লাইব্রেরিয়ানদের পদোন্নতিও থেমে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সান্ধ্য কোর্স চালু করা হলে আরও বেশি বেশি দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করা যাবে।' সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক আনসার উদ্দিন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোর্স চালু থাকবে বা কোন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে তার অধিকার আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। চালুকৃত সান্ধ্য কোর্স বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আইনে পরিণত হয়েছে। আর এই সান্ধ্য কোর্স অনুষদের নিয়মিত পাঠদানকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না।'

তবে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বাণিজ্যিক কোর্স চলা কিছুতেই উচিত নয়। তিনি বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র অবশ্যই আলাদা। দেশের এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনে করেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি মনে করে তারা দ্বিতীয় শিফট চালু করবে তবে একই মানের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে একই ভর্তি ফি ও সমমানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তা চালু করতে পারে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলা উচিত নয়। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা পর্যাপ্ত নয়। তাই শিক্ষার্থীদের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ ঘণ্টা পাঠদান চলতে পারে। চাকরিরত শিক্ষার্থীরা যদি অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে পড়তে রাজি থাকে তবেই এ কোর্স চালু করা উচিত। তিনি বলেন, তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি রয়েছে। তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এ কোর্স চালু করেছে।

আন্দোলনকারীদের যুক্তি : আন্দোলনের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুসিব, আয়াতুল্লাহ খোমেনী, সোহরাব হোসেন ও উৎসব মোসাদ্দেক সমকালকে বলেন, পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ভয়াবহ সংকটের মধ্যে রয়েছে। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের ব্যবহার করতে চাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর যে বাজেট আসে তার শতকরা ৮০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় করা হয়। গবেষণার জন্য খুব সামান্যই বরাদ্দ থাকে। তারা আরও বলেন, এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের কাছে টাকা না চেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে সার্টিফিকেট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষকদের মর্যাদাকে নিচে নামিয়েছে। এ পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে পরিণত করবে। এ ছাড়া এভাবে শিক্ষকরাও প্রাইভেট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়বেন। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

উপাচার্যের বক্তব্য : রাবি উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজান উদ্দিন বলেন, 'সান্ধ্য কোর্স থেকে অর্জিত অর্থের একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। পাশাপাশি বিভাগগুলোকেও আধুনিক শিক্ষা উপকরণে সজ্জিত করা হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন ঘটানো সম্ভব, তেমনি এখান থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরও মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সান্ধ্য কোর্স কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না।'